দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 MAR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

কিছু শিক্ষক ও স্বার্থান্বেষী স্থপতি বুয়েট নিয়ে অসত্য প্রচারণায় লিপ্ত

—২০৭ বুয়েট শিক্ষক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২শ' ৭ জন শিক্ষক গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের কতিপয় শিক্ষক ও বহিরাগত স্বার্থান্বেষী স্থপতিদের একাংশ স্থাপত্য শিক্ষা নিয়ে অসত্য প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও ঐতিহ্য ধ্বংস করতে লিপ্ত। স্থাপত্য বিভাগ চালু করার শুরু থেকেই মাজহারুল ইসলাম এবং স্থাপত্য বিভাগের বর্তমান কিছু শিক্ষকসহ তার অনুসারীগণ স্থাপত্য বিভাগ তথা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানাভাবে অপপ্রচার

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

২০৭ বুয়েট শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চালাচ্ছেন ও দেশে-বিদেশে, জনসমক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়কে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বর্তমান মিথ্যাচার সেই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেরই ধারাবাহিক অংশ। বিবৃতিতে শিক্ষকগণ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও একাডেমিক শৃংখলা সমুন্নত রাখতে এগিয়ে এসে ষড়যন্ত্রকারীদের সমাজ ও শিক্ষাঙ্গন থেকে সামাজিকভাবে বর্জন করার জন্য প্রকৌশলী স্থপতিসহ সকল স্তরের নাগরিকদের প্রতি আবেদন জানান। বিবৃতিতে শিক্ষকগণ বলেন, ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে স্থাপত্য বিভাগের কিছু শিক্ষক ও বহিরাগত স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, রবিউল হুসাইন প্রমুখ স্থাপত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জড়িয়ে চক্রান্ত শুরু করেছেন— যার পরিণতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একাডেমিক নিয়ম-কানুন ধ্বংস করার অপচেষ্টা রোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক অত্যন্ত সজাগ ও দৃঢ় সংকল্প। শিক্ষকগণ বলেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও সুনামের মূল চালিকাশক্তি একাডেমিক শৃংখলা ও নিয়ম নীতির কঠোর প্রয়োগ। তারা বলেন, স্থাপত্য কোর্স কারিকুলাম ও একাডেমিক কার্যক্রম অপরিবর্তিত রয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম দ্বারা কোর্স নিয়ন্ত্রিত হয় না। শিক্ষকগণ বলেন, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলের প্রশ্ন— বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শৃংখলা থাকবে কি না? আমাদের দায়িত্ব সত্য প্রতিষ্ঠা ও সুনাম ভূলুণ্ঠিত করার অপকর্মে নিয়োজিতদের দানবীয় মুখোশ দেশবাসীর সামনে উন্মোচিত করা। বিবৃতিদাতা শিক্ষকগণ হলেন। ডঃ মিজানুর রহমান, ডঃ দিল আফরোজ বেগম, ডঃ নুরুদ্দীন আহমদ, ডঃ এমএ রউফ, রহিমা আক্তার লাকী, আরিফুল হান্নান প্রমুখ।